'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় ভাষায় পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬, ২০১৯।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
পত্রিকা ক্রমিক নং-৯৬ (ভারতীয় ভাষার ১১৪টির মধ্যে),
বাংলা, কলা বিভাগের পত্রিকা ক্রমিক নং-৩২।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

৪৪.ভারতীয় সুন্দরবনের লোকশিল্প কেন্দ্রিক জীবন-সংস্কৃতি
:: ড.প্রদীপ কুমার মণ্ডল.....৩৩০
৪৫.বিনয় মজুমদারের কবিতার প্রকরণ ও আঙ্গিক : চিত্রকল্প,
শব্দপ্রয়োগ,বাক্যগঠনরীতির অভিনবত্ব
:: ড.আশিস অধিকারী.....৩৪০
৪৬.রবীন্দ্র শিক্ষা-ভাবনায় নারী
::ড.শেখর রায়.....৩৫০
৪৭.নিম্নবর্গীয় চরিত্ররা : প্রেক্ষিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
ড. সেলিম বক্স মণ্ডল.....৩৫৮
৪৮..বোলান গান— গ্রামবাংলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি :
কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা
::ড. সমর্পিতা চ্যাটার্জী (মুখার্জী).....৩৮০
৪৯..পূর্বাঞ্চলীয় ত্রয়ী ভাষাবিদ : জাতিসত্তার আলোকে
:: ড. নির্মল বেরা.....৩৮৬
৫০.ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষক আন্দোলন
:: ড.অবিনাশ সেনগুপ্ত.....৩৯৮
৫১.দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের আলোকে : প্রসঙ্গ 'গৃহদাহ'
:: ড.বিদ্যুত কুমার দাস.....৪০৪
৫২.বিদ্যাসাগর : এক মহান মানবিকতার প্রতীক
:: ড. জয়ন্তকুমার ডাব.....৪১৯
৫৩.জীবনানন্দের উপন্যাসে পুরুষ
:: ড.প্রলয় কুমার ঘোড়ই.....৪২৮
৫৪.গীতানুসারে মন নিয়ন্ত্রণের রহস্য
:: ড.মিঠু রানী মইশ.....৪৩৪
৫৫.গুণত্রয়ের স্বরূপ ও বিমর্শ
:: ড. জগমোহন আচার্য.....৪৪১
৫৬. মানব ধর্ম : দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহানামব্রত
ব্রহ্মচারী দৃষ্টিভাবনা
:: ড. নিতাই চন্দ্র দাস.....৪৪৭
০০লেখক পরিচিতি.....৪৫৮
০০০ইউ.জি.সি.-সি.এ.আর.ই.-লিষ্ট.....৪৬২

গুণত্রয়ের স্বরূপ ও বিমর্শ

ড. জগমোহন আচার্য

কপিল মুনি প্রবর্তিত সাংখ্যসূত্রকে আধার করে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করেছেন।পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ভাগচতুষ্টয় হল ১) প্রকৃতি ২) বিকৃতি ৩)প্রকৃতিবিকৃতি ৪) ন প্রকৃতি ন বিকৃতি। এই চারপ্রকার ধারার মধ্যে প্রকৃতি কী রূপ তত্ত্ব ? মূল প্রকৃতি অবিকৃতি যে করে কিন্তু কখনও কৃত হয়না।সে সর্বদা কর্তৃত্ববিশিষ্ট ,কখনো কর্মত্ববিশিষ্ট নয়।তাকে প্রকৃতি বলা হয়। তাঁর ভাষায়-

মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যা: প্রকৃতি - বিকৃতয়: সপ্ত।
ষোড়শকস্তুবিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতি: পুরুষ:।
(সাংখ্যকারিকা - ৩)

মূল প্রকৃতি একটিই, তা কোন কিছুর বিকার নয়। মহৎতত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্রসমূহ এগুলিই হল প্রকৃতি-বিকৃতি। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোলটি কেবল বিকৃতি। কিন্তু পুরুষ কারোর কারণ নন ও কারোর কার্যও নন। তিনি সর্বপ্রকারে অসঙ্গ। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, মন, পঞ্চ স্থূলভূত, অহংকার, পাঁচটি তন্মাত্র, মহতত্ত্ব ও মূল প্রকৃতি - এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গুণরাশির অবস্থা বিশেষ। অন্যান্যশাস্ত্রে গুণশব্দ পরিগৃহীত ও পরিভাষিত। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বস্তুর শক্তিকে গুণ বলা হয়েছে। পাণিনি শাস্ত্রে স্বরবর্ণ বিকারকে গুণ বলা হয়েছে। ই ঈ যদি এ হয়,উ ঊ যদি ও হয়,তাহলে ব্যাকরণশাস্ত্র মতে গুণ হয়।বৈশেষিকদর্শনে দ্রব্যাশ্রিত অগুণবান্ সংযোগ বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণহতে ভিন্ন পদার্থকে গুণ বলে।সাংখ্যদর্শনেগুণ শব্দেরঅর্থ এরূপ নয়।এখানে সত্ত্বরজঃ তমঃ এই তিনটিকে গুণ বলে। সত্ত্ব, রজ তমো তিনটি গুণ অবিনাশী দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে পুরুষই এই গুণগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। তাৎপর্য হল এই যে ত্রিগুণ প্রধান কার্য, পদার্থ, ধনসম্পদ, পরিবার, শরীর, স্বভাব, বৃত্তি, পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিকে আপন বলে মেনে নেওয়ায় জীব স্বয়ং অবিনাশী হয়েও গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন অর্থ বা ধনসম্পদকে নিজের বলে মনে করলে তার ক্ষয় হলে তার প্রভাব পড়ে, আবার আপন ব্যক্তির মৃত্যুতে তার ওপর প্রভাব পড়ে। এই সমস্ত হল গুণাদির দ্বারা অবিনাশী দেহির বন্ধন দশা। গুণাদির বৃত্তির অধীন হয়ে স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে পড়ে। এইভাবে গুণাদিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলে পরমাত্মার সঙ্গে মিলন কঠিন হয়ে পড়ে। জীব শরীরের সঙ্গে দ্বিবিধ রূপে সম্বন্ধ স্থাপন করে। - (১) অভেদরূপে (২) ভেদরূপ। অভেদরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করলে জীব নিজেকে শরীর বলে মনে করে, যাকে অহংভাব বলা হয় আর ভেদরূপে জীব শরীরকে নিজর বলে মনে করে। অনিত্য শরীরের সঙ্গে একাত্মতা মেনে নেওয়ায় সে অনিত্য শরীরকে নিত্য করে রাখতে চায়। সত্ত্ব, রজ তম এই তিনটি গুণের